বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) এবং এর প্রথম কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা, বুধবার, ২৬ ভাদ্র ১৪২১, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অঙ্গণের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) এবং এর প্রথম কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আজ দেশের চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জগতের ইতিহাসে একটি নতুন মাইলফলক সৃষ্টি হল। এই মহৎ কাজের সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন উভয়ই শক্তিশালী গণমাধ্যম। দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে এ গণমাধ্যম দু'টির তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। এছাড়া সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, সাজসজ্জা, চিত্রকর্ম, আলোকচিত্র, নৃত্যসহ শিল্পকলার প্রায় সকল শাখার নান্দনিক উপস্থাপন এ গণমাধ্যম দু'টিতে হয়ে থাকে।

চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন মাধ্যম তথ্য প্রদানের পাশাপাশি আমাদের চিত্তবিনোদনের খোরাক যোগায়। মনের কথা বলে। পরিবার ও সমাজ জীবনের আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, সংগ্রাম আর ন্যায়-অন্যায়ের উপাখ্যান তুলে ধরে। যা শুভবোধকে জাগিয়ে তোলে। বিবেককে শাণিত করে। চেতনার বিকাশ ঘটায় এমনকি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাতেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

তাই যুগ যুগ ধরে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন মাধ্যম শিক্ষাবিস্তার, জাতিগঠন ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে আসছে।

সুধিবৃন্দ,

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতি ও মিডিয়া বান্ধব মহান নেতা। তিনি যখন পাকিস্তানী শাসন-শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন, তখন গণমাধ্যমকর্মীরাই ছিলেন তাঁর সহায়ক শক্তি।

এদেশে চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল তদানীন্তন প্রাদেশিক আইন পরিষদে "পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল" উত্থাপন করেন। সে সময় তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও পল্লী সহায়তা মন্ত্রী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের ফলেই "চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা"-এফডিসি'র সৃষ্টি হয়।

জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে দেশে প্রথমবারের মতো সাংবাদিকতার বিকাশ ও সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় প্রেস ইনস্টিটিউট প্রকল্প অনুমোদন করেন। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি বাজেটে ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেন।

দেশে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে অর্থবহ করতে জাতির পিতা ১৯৭২ সালের সংবিধানে ৩৯ অনুচ্ছেদে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়ে গেছেন।

তিনি যখন সদ্য স্বাধীন দেশের গণমাধ্যম, শিল্প-সংস্কৃতি, গণতন্ত্র ও মুক্তচিন্তার বিকাশকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন ঠিক তখনই ঘাতকেরা তাঁকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করে। থেমে যায় শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও মুক্ত চিন্তার চর্চা। বাংলাদেশে নেমে আসে গণতন্ত্রহীন এক কালো অধ্যায়।

সুধিমন্ডলী,

আমরা জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সবসময়ই দেশের গণমাধ্যম ও শিল্প-সংস্কৃতির উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। সুকুমার বৃত্তির চর্চা এবং মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ত্বরান্বিত করেছি।

চলচ্চিত্রের উন্নয়নে জাতির পিতার অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ আমরা ০৩ এপ্রিলকে "জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস" ঘোষণা করেছি। চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শন-সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেছি। চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনকে আধুনিকায়ন করছি। ১৯৮৬ আমি যখন ঐ এলাকার সংসদ সদস্য ছিলাম তখন আমি এফডিসি'র সামনের রাস্তাটি নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করি। চলচ্চিত্র সংরক্ষণের জন্য গড়ে তুলেছি এশিয়ার সর্বাধুনিক ফিল্ম আর্কাইভ। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের বিভিন্ন বিষয়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি যা আজ উদ্বোধন করা হচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা ছিয়ানব্বইয়ে সরকার গঠন করার পর দেশে প্রথমবারের মতো বেসরকারি টিভি চ্যানেল সম্প্রচারের অনুমতি দেই। যা গণমাধ্যমের প্রসারে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। আমরা এই ধারা অক্ষুন্ন রেখেছি। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে আরও বিস্তৃত করতে আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং সংসদ টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪১টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছি। ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

আমরা বেসরকারি মালিকানায় এফএম বেতার কেন্দ্র ও পরিচালনা আইন-২০১৪ প্রণয়ন করেছি। এর আওতায় ২৪টি এফএম কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠা করেছি। ইতোমধ্যে ৩২টি কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। এরফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হতে পারছে।

চলচ্চিত্রের উন্নয়নে এফডিসি'র বিদ্যমান যন্ত্রপাতির সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন, ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য কারিগরি সুবিধা সৃজন এবং ডিজিটাল প্রদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। ডিজিটাল পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

নতুন সিনেপ্লেক্স নির্মাণের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সম্পূরক কর প্রত্যাহার করা হয়েছে।

চলচ্চিত্রে সুস্থ ধারা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রদর্শন এবং ভিডিও পাইরেসি বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ডিজিটাল আধুনিক সার্টিফিকেশন প্রথা চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 'চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন' আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। '৯৬ মেয়াদে আমরা সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৯ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "পিআইবি" কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ণ" প্রকল্পের কাজ শুরু করেছিলাম। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে এ কাজ বন্ধ করে দেয়। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর সেই অসমাপ্ত কাজ আমরাই পুনরায় শুরু করি। গত বছর ০৪ নভেম্বর আমি সেই আধুনিক পিআইবি ভবনের উদ্বোধন করি।

আমরা আজ বিশ্ব আকাশ সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত। এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য আমরা ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক আইনের আওতায় ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা-২০১০ প্রণয়ন করেছি।

বাংলাদেশে বিকাশমান সম্প্রচার মাধ্যমকে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি অনুযায়ী পরিচালনা ও মান উন্নয়নের জন্য আমরা জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪ প্রণয়ন করেছি। সম্প্রচার নীতিমালার আলোকে সম্প্রচার কমিশন গঠন করা হবে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা সংবাদপত্রকেও শিল্প হিসাবে ঘোষণা করেছি। ৮ম সংবাদপত্র ওয়েজ বোর্ড গঠন এবং এ বোর্ডের সুপারিশের আলোকে সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করেছি। বেতন বৃদ্ধির সাথে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপণ হারও যৌক্তিকহারে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আমরা "সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা-২০১২" প্রণয়ন করেছি। এ নীতিমালার আলোকে প্রতিবছর সাংবাদিকদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সাংবাদিকদের কল্যাণে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৪" জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে আমরা তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণয়ন করেছি। তথ্য কমিশন গঠন করেছি। দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে আমরা সর্বদাই গণমাধ্যমের প্রসার এবং স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

আপনাদের কাছে আমার চাওয়া, এ ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আপনারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফলতার স্বাক্ষর রাখবেন। আপনারা এমন চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ করবেন যা মানুষের মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। সন্ত্রাস, হানাহানি ও লোভ-লালসার বিরুদ্ধে দর্শকের বিবেককে জাগ্রত করে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, দেশ স্বাধীন না হলে, বাঙালি জাতির এ উন্নতি হতো না। গণমাধ্যমের বিকাশ ঘটতো না। তাই স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ আমাদের প্রত্যেকের প্রেরণার মূল উৎস। এখানে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে জাতি হিসাবে আমরা এগুতে পারবো না। তাই আপনারা সত্য ও ন্যায়ের অনুশীলন করবেন। মানুষের কল্যাণে নিজেদেরকে উৎসর্গ করবেন। দেশের স্বার্থ রক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিবেন - আমি এ প্রত্যাশা করি।

সুধিবৃন্দ,

দেশে গণতন্ত্রে উত্তরণের ক্ষেত্রে আমাদের চলচ্চিত্র, টেলিভিশনসহ সকল গণমাধ্যমের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। আমাদের রাজনীতির মূল লক্ষ্য দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিত করা। তাদের অধিকার সমুন্নত রাখা। আর এজন্য প্রয়োজন অর্জিত গণতন্ত্রকে সুসংহত রাখা। আমি দেশ, গণতন্ত্র ও জনগণের কল্যাণে দেশের সকল গণমাধ্যম কর্মী ও গণমাধ্যমকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাই।

আমার প্রত্যাশা সৃজনশীল, মেধাবী, দেশপ্রেমিক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অন্যতম একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশে সুস্থধারার চলচ্চিত্র নির্মাণকে উৎসাহিত করবে। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন মাধ্যমকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট দেশের একটি গর্বিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে এই কামনা করে আমি এ ইনস্টিটিউট এবং এর প্রথম কোর্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...